International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 75-78
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.75-78

ছাপাখানা ও বাঙালি চিন্তার রূপান্তর

সন্দীপ সাহা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ইমেলঃ sandipsaha909@gmail.com

Abstract:
In his book 'The invention of printing in China and its spread westward', published in 1931, Carter mentioned that the most 'cosmopolitan' and 'international' invention of the world is the printing press. Without the printing press, the scope of knowledge would not have expanded so rapidly. Bengali nationalism, Swadesh practices were developed through this printing press. The way in which the progressive national entity was hidden in the minds of Bengalis, a new way emerged with the hand of the printing press. The invention of the printing press led to the formation of the Bengali nation and the expression of cultural self-awareness and unity against British imperialism, Bengalis never looked back.
Keywords: Printing press, Bengali, Culture.

'The invention of printing in China and its spread westward,' 1931 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Carter তার এই বইটিতে উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে এযাবৎকাল যা আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে 'Cosmopolitan' ও 'international' আবিষ্কার হলো ছাপাখানা বা printing press। Carter এর উক্তির যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। কেননা, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের মানসজগতে এই ছাপাখানা এক বৈপ্লবিক আলোড়ন তৈরি করেছিল।

মধ্যযুগের ধর্ম, সামাজিক কুসংস্কারের 'যান্ত্রিক শত্রু' হলো এই ছাপাখানা। কুসংস্কারে নিমজ্জিত ভারতীয় সমাজ মনে করত মিশনারীদের দেওয়া যে কোনো জিনিস স্পর্শ করলে জাত চলে যাবে। সুতরাং ছাপাখানার বই ও অনুবাদ যা কিছু পশ্চিমী তা ধর্মনাশ করবে। মেয়েরা স্পর্শ করলে সেই পরিবারকে সমাজ যুক্ত হতে হবে। এই ধরনের সামাজিক অজ্ঞানতা যখন বাংলার অন্দরমহলের সমাজব্যবস্থাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, এই অন্ধ কুসংস্কারের হাত থেকে বাঙালি জাতিকে ভাবনার খোরাক জুগিয়ে ছিল মিশনারিরা। বাইবেল, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে ছাপার অক্ষরে ছেপে উদীয়মান শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর হাতে পৌঁছে দিচ্ছিল এই ছাপাখানা। ছাপার এই সমস্ত বইগুলি ১৯ শতকে বাঙালির মানস পটের ছোঁয়া লেগে এক নতুন চিন্তার সূচনা করেছিল। সেজন্যই বাঙালির ইতিহাসে উনিশ শতক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য মানসিক টানা পড়েন,

সংঘাত, গ্রহণ বর্জন বাঙালি জাতির মনে এক দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিল। শিক্ষার উদারনৈতিক আদর্শ বাঙালির ভাব জগতে যে এক অপরিমেয় রূপান্তরের সূচনা করেছিল, এই প্রবন্ধটিতে তা আলোকপাত করার চেষ্টা করছি মাত্র। মূলত এই ছাপাখানার ফলে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা আর কারো ব্যক্তিগত অথবা করার কুলগত সম্পত্তি রইল না। এই ছাপাখানার ফলে বাঙালির ভাবজগতে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেল। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে এই পরিবর্তন হচ্ছিল। ছাপাখানার মাধ্যমে জ্ঞান অনুশীলনের এক সর্বজনীন প্রকাশ ঘটেছিল।

ছাপার হরফ ও কাগজের জন্য চীন ছিল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। চীনের পর জাপান, করিয়া, তুরস্ক, পারস্য এবং মিশরে এর প্রচলন ঘটে। প্রথমে আরবরাই চীন থেকে কাগজ ও ছাপার কৌশল ইউরোপে প্রচার করে। প্রথম যন্ত্রে কাগজ তৈরি হয়েছিল ইতালীর ফ্লোরেন্সে। এরপর জার্মানিতে আধুনিক ছাপার কলাকৌশলের বিকাশ ঘটে। আর এখান থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে গুটেনবার্গ ও তার সহকর্মীরা ছাপাখানা ও টাইপের আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ত করে এবং জার্মানি ষোড়শ শতকে প্রায় হাজারের বেশি ছাপাখানা স্থাপন করে। এরপর জার্মানি থেকে প্যারিসের ফ্লোরেন্সে এবং লন্ডনে সর্বত্র ছাপাখানা গড়ে ওঠে। ফলে আধুনিক মুদ্রা জগতে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়। এবং শিক্ষায় সার্বজনীনতা ঘোষিত হয়।

ছাপাখানার বইগুলিকে কেন্দ্র করে বাঙালির চিন্তা জগতে চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল। বাঙালি অষ্টাদশ শতকের শেষ সিকি ভাগের আগে তা জানতে পারেনি। মূলত উনিশ শতকের প্রথম থেকে ছাপা বইয়ের প্রসার ঘটতে থাকে। সরকারের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে, সম্পত্তি নিলাম ও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তিতে বাঙালিরা বিশেষভাবে নজর দিলে ভাবনার নতুন দিক উন্মোচিত হতে থাকে। তবে বাংলা ভাষায় কাব্য চর্চার অভিশাপ থেকে মুক্তি ঘটে এই আধুনিক মুদ্রা যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে। ১৮ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতায় সাহাবী পাড়ায় জেমস অগাস্টাস হিকি ও কেরিস ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে চালাতে থাকে। এই প্রেস থেকে ব্যাকরণ, আইনের অভিধান ক্রয় করতেন বিদেশীরা, তবে দেশীয় ক্রেতা খুব বেশি ছিল না।

মিশনারিরা ধর্ম প্রচার এর উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পুস্তক বাইবেল কে অনুবাদ করে বিলি করতে থাকে। এক্ষেত্রে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় ধর্মগ্রন্থ ছাপা ও বিলি শুরু হয়। মিশনারীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ ও বিজ্ঞান, সাহিত্য ছাপা হতে থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি। স্কুলবুক সোসাইটির বই ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় ও ইংরেজি ভাষায় ছাপিয়ে এক অনন্য নজিস তৈরি করে। উনিশ শতকের গড়াতেই সারা কলকাতা জুড়ে ছাপাখানার প্রেস গড়ে ওঠে। যেমন হিন্দুস্তানি প্রেস পারসিয়ান প্রেস এছাড়াও শ্রীরামপুরে আরো প্রেস স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে মাসিক পত্রিকা দিকদর্শন' সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'

প্রভৃতি বাংলা গেজেট থেকে বাঙালির চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। বাঙালি জাতির গঠনমূলক চিন্তাভাবনার খোরাক শ্রীরামপুরের মিশন থেকে পেতে থাকে।

উনিশ শতকের বিশের দশক থেকে কলকাতায় মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে ছাপার ক্রমশ উন্নতি হতে থাকে। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার নতুন নতুন বিষয় বাঙালির কাছে আসতে থাকে। প্রচলিত শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ধর্ম, আইন, জ্যোতিষ, অভিধান, নীতি কথা প্রকাশ হতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে দেশীয় শিক্ষার কথা মাথায় রেখে পাশ্চাত্যের অনুকরণে গণিত, সাহিত্য, বিজ্ঞান এর অনুবাদ, দর্শন, ভূগোল, প্রাণী তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও জীবনী বিষয়ক এবং ইতিহাসের গ্রন্থ হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। এই শতাব্দীর শেষ প্রায় ৯৯৯ রকমের বই 2000 কপি করে ধরলে প্রায় সতের লক্ষ্ বই ছাপা ও বিক্রি হয়েছে। মূলত পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লেগে বাঙালির জ্ঞানের প্রসার ঘটতে থাকে।

অন্যদিকে, প্রাথমিক শিক্ষার সোপান হিসাবে মাতৃভাষায় বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক বাঙালি সামনে চলে আসে। যেমন শিশুদের বর্ণমালা, শিশু শিক্ষা, বর্ণপরিচয়, শিশু বোধক, প্রভৃতি। এর সাথে নিথোগ্রাফি যুক্ত বিভিন্ন লিপি ধারার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকগুলি শিশুর পাঠ্য গ্রহণে আরো আকর্ষণীয় করে বাজারে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশু শিক্ষার বিভিন্ন দিক সমস্ত বাঙালির কাছে নতুন ভাবে পৌঁছে যায়। এক কথায় বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাভাবনার এক রূপান্তর এই ছাপাখানার হাত ধরে আসতে থাকে। সমস্ত গ্রাম সমাজের প্রত্যেকের ঘরে এই ছাপানো বই পৌঁছে যায়। শিশু শিক্ষায় এক নতুন জোয়ার আস।

ছাপাখানার হাত ধরে পাঠকের কাছে বাংলা সাহিত্যের এক সুধাময় দিন আসে। সাহিত্য সৃষ্টি বাঙালীর হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। সাহিত্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে বাঙালিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বইয়ের সম্ভার বাঙালির ভাব জগতকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। অসংখ্য গান, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লোকগান, বৈষ্ণব গীতি, পীরের গান এমনকি বড় বড় সংগীতকোষ সংকলিত হয়। বাঙালির দারিদ্রতা ও পরাধীনতার গ্লানি এই গানের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে থাকে। ছাপাখানার হাত ধরে চেতনার এক নতুন বিপ্লবকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বাঙালি সমাজে নতুন নতুন লেখক, কবি, সাহিত্যিক নাট্যকারের সৃষ্টি হয়। স্কুলের পাঠ্যর অসংখ্য বই, যা পাশ্চাত্যের অনুকরণে রচিত হতে থাকে।

শুধু তাই নয়, নিজেদের মাতৃভূমিকে জানতে বাংলা ভাষায় ভূগোল, ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুকরণে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও বিজ্ঞান রচনার দিগন্ত খুলে যায়। দেশীয় ভাষায় লিখে তা ছেপে জনগণের সামনে প্রকাশ হতে থাকে। এইভাবে বাঙালি ভাবনার রূপান্তরে এক পরিবর্তন ঘটায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, বিদেশী ছাপাখানাকে অনুকরণ করে বাঙালি নিজস্ব ছাপাখানা খুলে বসে। কলকাতাকে ছাড়িয়ে বাংলার মফস্বল শহর গুলিতে নতুন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

আত্মসমালোচনা,স্বদেশীতা ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা গুলিকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি বাংলার সমসাময়িক পত্রিকা গুলি বাঙালির রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্র গঠনে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে স্বদেশিকতার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। অল্প সময়ে ছাপার অক্ষরে এই পত্রিকা গুলি বাংলা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুদ্রণ জগতের ছোঁয়া লেগে বাঙালির ভাব জগতে এক নতুন উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। ছাপাখানা না থাকলে জ্ঞান চর্চার পরিধি এত তাড়াতাড়ি বিস্তার করত না। বাঙালির জাতীয়তাবাদ, স্বদেশ চর্চা এই ছাপাখানার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। প্রগতিশীল জাতীয় সত্তা বাঙালির মননের মধ্যে যেভাবে লুকিয়ে ছিল তা ছাপাখানার হাত ধরে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বাঙালি জাতির গঠনে এবং সংস্কৃতি মুখী আত্ম সচেতনতার ও একতার যে বহিঃপ্রকাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘটেছিল, তার ফলে বাঙ্গালীকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।